সাম্প্রতিক সমাচার নভেম্বর – ২০২৫

সূচিপত্র

সেকশন ১ - কালানুক্রমিক সাম্প্রতিক তথ্যাবলী 2
সেকশন – ২: বিশেষ তথ্যাবলি 5
বাংলাদেশ বিষয়াবলি: 5
আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি: 6
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস ও প্রতিপাদ্য: 8
সেকশন – ৩: রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য 9
বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক- ২০২৫ 9
হেনলি পাসপোর্ট সূচক 9
প্রবাসীবান্ধব শীর্ষ ৫ দেশ- ২০২৫ 9
GDP'র ত্রৈমাসিক হিসাব 10
Productive and agriculture Survey 11
সেকশন – ৪: পদক-পুরস্কার ও সম্মেলন সংক্রান্ত তথ্য 11
নোবেল পুরস্কার- ২০২৫ 11
এশিয়া কাপ ক্রিকেট- ২০২৫ 12
এশিয়া কাপ ক্রিকেট – রোল অব অনার (সর্বশেষ ৫টি আসর) 12
সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড প্রিন্ট ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডস 13
কনফুসিয়াস সাক্ষরতা পুরস্কার 13
আসিয়ান সম্মেলন (ASEAN) শীর্ষ সম্মেলন 13
UNESCO সামিট 13
APEC সামিট 13
WBG–IMF বার্ষিক সভা 14
বিশ্ব খাদ্য ফোরামের বার্ষিক বৈঠক (WFF) 14
IPU সভা 14
সেকশন ৫ – টিকা, সম্পাদকীয় ও তথ্য বিশ্লেষণ 14
১. জুলাই জাতীয় সনদ, ২০২৫ বাস্তবায়নে গণভোট ও সংবিধান সংস্কার 14
২. সুদানের গৃহযুদ্ধ: মানবিক বিপর্যয়ের এক ভয়াবহ চিত্র 15
৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক পরীক্ষা চালুর ঘোষণা: বৈশ্বিক নিরাপত্তায় নতুন সংকট 16
৪. জাতিসংঘের ৮০ বছর: বিশ্বশান্তির পথে সাফল্য, ব্যর্থতা ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা 18
৫. বাংলাদেশে গ্যাস সংকট: জ্বালানি নিরাপত্তায় নতুন চ্যালেঞ্জ 19

Join Now ▶ | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সেকশন ১ - কালানুক্রমিক সাম্প্রতিক তথ্যাবলী

অক্টোবর – ০১

- বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল এবং গণিত (STEM) ক্ষেত্রের মেধাবী তরুণদের আকৃষ্ট করার জন্য চীনের প্রণীত নতুন K ভিসানীতি কার্যকর।
- যুক্তরাষ্ট্রের ব্র্যান্ডের ও পেটেন্ট করা 'সব ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য আমদানিতে ১০০% শুল্ক কার্যকর।
- ভারতে প্রবেশকারী বিদেশিদের জন্য চালু হয় ডিজিটাল ডিসেমবার্কেশন (DE) কার্ড।

অক্টোবর– ০৩

- জাতিসংঘের সমর্থিত Net-Zero Banking Alliance (NZBA) তাদের কার্যক্রম বন্ধের ঘোষণা দেয়।

অক্টোবর– ০৪

- ডেমোক্র্যাট অধ্যুষিত শিকাগোতে ৩০০ ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের আদেশে স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
- জাপানের শাসক দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির (LDP) দলীয় প্রধান (সভাপতি) নির্বাচিত হন সানায়ে তাকাইচি।

অক্টোবর – ০৫

- নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও নির্বাচন কমিশন সচিবালয় (সংশোধন). অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি।
- সিরিয়ায় সরকার পতনের পর প্রথম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

অক্টোবর – ০৬

- দুই দিনের সফরে ঢাকায় তুরস্কের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বেরিস একিন্চি।
- অর্থ সংক্রান্ত কতিপয় আইন (দ্বিতীয় সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০২৫ ও International Crimes (Tribunals) (Third Amendment) Ordinance, 2025 জারি।
- বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর।

অক্টোবর – ০৭

- প্রথবারের মতো ইউনেস্কোর ৪৩তম সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয় বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী শহিদ আবরার ফাহাদ স্মৃতি স্মরণে আগ্রাসনবিরোধী 'আট স্তম্ভ' 'উদ্বোধন করা হয়।
- মিসরের শীর্ষ সাংবিধানিক আদালত ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মধ্যে সমঝোতা হয়।

অক্টোবর – ০৮

- ৩ দিনের শুভেচ্ছা সফরে বাংলাদেশে আসে যুক্তরাষ্ট্র নৌবাহিনীর জাহাজ ইউএসএস ফিৎসজেরাল্ড।
- ইসরায়েলের সাথে অস্ত্র বাণিজ্য বন্ধের প্রস্তাব স্পেনের সংসদে পাস।

অক্টোবর– ০৯

- শরিয়াহভিত্তিক ৫টি ব্যাংককে একীভূত করার অনুমোদন।
- 'ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫' অনুমোদন দেয় সরকার।
- উপদেষ্টা পরিষদে ময়মনসিংহ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ২০২৫, বরিশাল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ২০২৫ এবং রংপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ ২০২৫ অনুমোদন।
- সীমান্ত সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।
- মিসরের শারম আল-শেখ শহরে শান্তি সম্মেলনে হামাস-ইসরায়েল চুক্তি স্বাক্ষর।

অক্টোবর – ১০

- গাজায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যকর।

অক্টোবর – ১২

- প্রথমবার দেশে 'টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইন-২০২৫' শুরু।
- ঢাকা সেনানিবাসের একটি ভবনকে সাময়িকভাবে কারাগার হিসেবে ঘোষণা করে সরকার।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

অক্টোবর – ১৩

- জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচনের সংশোধিত নীতিমালা চূড়ান্ত করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

অক্টোবর– ১৫

- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ৩৫ বছর পর ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।

অক্টোবর – ১৬

- রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু), হল সংসদ ও সিনেট ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

অক্টোবর – ১৭

- জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় 'জুলাই জাতীয় সনদ' ২০২৫' স্বাক্ষর।
- জাতীয় নাগরিক পার্টির (NCP) শ্রমিক সংগঠন 'জাতীয় শ্রমিক শক্তি' আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে।
- পর্তুগালে অধিকাংশ উন্মুক্ত স্থান বা জনসমক্ষে নিকাব পরা নিষিদ্ধ করতে পার্লামেন্টে একটি বিল পাস হয়।
- কর্নেল মাইকেল রান্দ্রিয়ানিরিনা মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন।

অক্টোবর – ১৮

- ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
- কাতারের দোহায় যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে পাকিস্তান ও আফগানিস্তান।
- ইরানের সাথে ২০১৫ সালে ৬ বিশ্বশক্তির স্বাক্ষরিত পারমাণবিক চুক্তির মেয়াদ আনুষ্ঠানিক ভাবে শেষ হয়।

অক্টোবর– ১৯

- প্রথমবারের মতো পররাষ্ট্র সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বসে বাংলাদেশ ও কুয়েত।
- জুলাই জাতীয় সনদে স্বাক্ষর করে গণফোরাম।
- প্রথমবারের মতো নিবন্ধন অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০২৫ গেজেট আকারে প্রকাশ করে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
- পাকিস্তান সফলভাবে মহাকাশে নিজেদের প্রথম 'হাইপারস্পেকট্রাল' স্যাটেলাইট পাঠায়।
- বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটে জয়ী হন রদ্রিগো পাজ।

অক্টোবর– ২০

- প্রথমবারের মতো ফিফা অনূর্ধ্ব-২০ : বিশ্বকাপের শিরোপা জিতে মরক্কো।

অক্টোবর– ২১

- জাপানের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন সানায়ে তাকাইচি।

অক্টোবর – ২২

- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (ILO) তিনটি কনভেনশনে স্বাক্ষর করে অন্তর্বর্তী সরকার।
- সেন্টমার্টিনে পরিবেশবান্ধব পর্যটন নিশ্চিত করতে ১২ দফা নির্দেশনা জারি করে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

অক্টোবর – ২৩

- বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন (অ্যামেন্ডমেন্ট), অধ্যাদেশ ও গণপ্রতিনিধিত্ব সংশোধিত আদেশ-২০২৫ চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় উপদেষ্টা পরিষদ।
- জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সহযোগী সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ নাম পাল্টে 'জাতীয় ছাত্রশক্তি' নামে আত্মপ্রকাশ।

অক্টোবর – ২৪

- ইসলাম বিদ্বেষী অপরাধ ও হামলা থেকে মুসলিম সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে অতিরিক্ত ১ কোটি ৩৩ লাখ মার্কিন ডলার নিরাপত্তা বরাদ্দ দেওয়ার ঘোষণা দেয় যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার।
- জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হওয়ার ৮০তম বার্ষিকী।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

অক্টোবর – ২৫

- বাংলাদেশ সরকার প্রথমবারের মতো জিটুজি ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি কার্যক্রম শুরু করে।

অক্টোবর – ২৬

- মালয়েশিয়ায় পৌঁছার মধ্য দিয়ে এশিয়া সফর শুরু করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।
- মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতিতে কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের মধ্যে 'গ্রেট পিস ডিল' শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে আসিয়ানের ৪৭তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর আঞ্চলিক জোট আসিয়ানে আনুষ্ঠানিকভাবে ১১তম সদস্য হিসেবে যোগ দেয় পূর্ব তিমুর।

অক্টোবর – ২৭

- বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের (JEC) নবম বৈঠক ঢাকায় অনুষ্ঠিত।

অক্টোবর – ২৮

- যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের বিরল খনিজ চুক্তি স্বাক্ষর।

অক্টোবর – ২৯

- আফ্রিকার দেশ তানজানিয়ায় বিতর্কিত নির্বাচনে ৯৮ শতাংশ ভোট পেয়ে ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন সামিয়া সুলুহু হাসান।

অক্টোবর – ৩০

- নির্বাচন কমিশন (ইসি) গেজেটে মোট ১১৯টি প্রতীকের তালিকা প্রকাশ করে।

অক্টোবর – ৩১

- পর্তুগালে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে ফিলিস্তিনের দূতাবাস উদ্বোধন করা হয়।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সেকশন – ২: বিশেষ তথ্যাবলি

(বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য)

❖ বাংলাদেশ বিষয়াবলি:

- বিনিয়োগ ঝুঁকি ও সহনশীলতা সূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান- ১৯৩ তম।
- শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪ অনুযায়ী দেশে শ্রমশক্তির সংখ্যা - ৭ কোটি ১৭ লাখ ১০ হাজার।
- ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি- ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ।
- বর্তমানে দেশের সবচেয়ে দরিদ্র জেলা- মাদারীপুর।
- শরিয়াহভিত্তিক একীভূত পাঁচটি ব্যাংকের নতুন নাম - 'সম্মিলিত ইসলামী ব্যাংক'।
- IMF এর পূর্বাভাসমতে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশের মূল্যস্ফীতির হার হবে- ৮ দশমিক ৭ শতাংশ।
- যুক্তরাষ্ট্রে মূল্যসংযোজিত পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান- দ্বিতীয়।
- দেশে জিটুজি চুক্তির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি করা হবে ৪ লাখ ৪০ হাজার মেট্রিক টন।
- বিশ্ব জলবায়ু ঝুঁকি সূচক- ২০২৪ অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান- নবম।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাজারে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে- ২০২৯ সাল পর্যন্ত।
- বিমানবন্দরে শুল্কায়ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পণ্য রাখার স্থানকে বলা হয়- কার্গো ভিলেজ।
- স্বাধীন বাংলাদেশে গনভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে- ৩ বার (১৯৭৭, ১৯৮৫ এবং ১৯৯১ সালে)।
- ৪৩তম ইউনেস্কোর সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন- বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত খন্দকার এম তালহা।
- 'আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ' অবস্থিত- পলাশী চত্বর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
- সচিবালয়ে সিঙ্গেল প্লাস্টিকের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় - ৫ অক্টোবর ২০২৫ থেকে।
- বাংলাদেশে আইএমএফের চলমান ঋণ কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হবে- জানুয়ারি, ২০২৭ সাল।
- দেশের একমাত্র ভ্যাকসিন প্ল্যান্ট প্রকল্পের নাম- 'এসেনশিয়াল বায়োটেক অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'।
- 'অ্যানথ্রাক্স'- ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ।
- 'শিল্প সংস্কৃতি জীবন' গ্রন্থটির লেখক- আহমদ রফিক।
- দেশের প্রথম নদীনির্ভর পানগাঁও টার্মিনাল- বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।
- গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে-২৬.৬২ শতাংশ।
- ৪৯তম পুরুষ জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন- নিয়াজ মোরশেদ।
- প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ফ্লোটিলার অভিযাত্রী ছিলেন ড. শহিদুল আলম।
- বাংলাদেশের টেলিকম খাতে প্রথম এআই-ভিত্তিক গ্রাহক সেবা চালু করেছে- বাংলালিংক।
- জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সম্মেলন 'কপ-৩০'-এ অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশের- ৫ জন তরুণ প্রতিনিধি।
- ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভর্তুকি ও প্রণোদনা খাতে মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে- ৮৯ হাজার ১৬২ কোটি টাকা।
- বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) বর্তমান সভাপতি- আমিনুল ইসলাম বুলবুল।
- 'উৎপাদনশীল ও টেকসই কৃষি জরিপ ২০২৫' সূত্রমতে, দেশের কৃষিজমির মধ্যে সবচেয়ে বেশি লাভজনক- খুলনা বিভাগের কৃষিজমি।
- 'তিন পর্বেও জীবন' উপন্যাসের রচয়িতা- সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম।
- 'টাইম শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবন ২০২৫' তালিকায় 'সামাজিক প্রভাব' বিভাগে স্থান পেয়েছে শিশুদের বিশেষ সম্পূরক খাদ্য- এমডিসিএফ-২।
- চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিশ্বের দ্রুততম রিবার (লোহার রড) রোলিং মিল স্থাপন করেছে- আবুল খায়ের গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের স্টিল লিমিটেড।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- বাংলাদেশের জনপ্রিয় কিশোর গোয়েন্দা সিরিজ তিন গোয়েন্দার লেখক- রকিব হাসান।
- 'বাংলার প্রগতি' ও 'বাংলার নবযাত্রা' যোগ হওয়ার পর বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (BSC) বহরে মোট জাহাজের সংখ্যা হবে- সাতটি।
- এডিবির পূর্বাভাস অনুসারে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হতে পারে- ৫ শতাংশ।
- IMF এর শর্তমতে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ঋণ নিতে পারবে- ৮ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার।
- বিশ্ব খাদ্য ফোরাম- ২০২৫ এ ড. মুহাম্মদ ইউনূস ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গঠনে ৬ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন।
- দেশে প্রথম পুনর্ব্যবহারযোগ্য ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড এনেছে- মেঘনা ব্যাংক।
- প্রথমবারের মত লালন সাঁইয়ের তিরোধান দিবস জাতীয়ভাবে পালন করা হয়- ১৭ অক্টোবর, ২০২৫।
- পিপিআরসির প্রতিবেদনমতে, গত দুই বছরে দেশে দারিদ্র্যের হার বেড়েছে- প্রায় ৯ শতাংশ।
- দেশে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৮৩ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম কার্বন-নিউট্রাল শিশুর নাম- আয়ান খান রুহাব।
- টাইফয়েডের টিকা দেওয়ার দিক থেকে বাংলাদেশ বিশ্বের- অষ্টম দেশ।
- জুলাই বিপ্লবে প্রবাসীদের ভূমিকা নিয়ে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্রের নাম- 'আমাদস ড্রিম'।
- 'A Fractured Path' বইটির লেখক- অধ্যাপক আলী রীয়াজ।
- ইউনেস্কোর মর্যাদাপূর্ণ কনফুসিয়াস সাক্ষরতা পুরস্কার ২০২৫ পেয়েছে- বাংলাদেশের সিধুলাই ভাসমান স্কুল।
- সম্প্রতি, গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে স্থান পেয়েছে- এসিআই মটরস লিমিটেড।
- 'এসএমই ৩৬০' বাংলাদেশের প্রথম ব্যাংক নির্ভর ৩৬০° বিজনেস সুইট চালু করেছে- কমিউনিটি ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি।
- ৪র্থ ওপেন ওয়ার্ল্ড অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশ স্বর্ণপদক জিতেছে- ১টি।
- ৪৩ তম জাতীয় মহিলা দাবায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন- বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফিদে মাস্টার নোশিন আনজুম।
- ২০২৫ সালে জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টিতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে- রংপুর বিভাগ।
- আইটিএফ (জুনিয়র টেনিস) অনূর্ধ্ব-১৮ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন দেশের তরুণ তারকা- জারিফ আবরার।

❖ আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি:

- ৩০তম জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন সম্মেলন (COP30) অনুষ্ঠিত হবে- ১০-২১ নভেম্বর ২০২৫; বেলেম, ব্রাজিল।
- হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতাকারী দেশ- যুক্তরাষ্ট্র, কাতার, মিসর ও তুরস্ক।
- মার্কিন সিনেটে তহবিল সংক্রান্ত বিল পাসের জন্য প্রয়োজনীয় ভোটসংখ্যা- ৬০টি।
- অবৈধ অভিবাসনের অন্যতম প্রধান পথ 'ডেরিয়েন গ্যাপ' (Darien Gap) পানামা ও কলম্বিয়ার সীমান্তবর্তী।
- বিতর্কিত 'স্যার ক্রিক অঞ্চল'- ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অবস্থিত।
- 'আল-ফাশের' শহর অবস্থিত- দারফুর, সুদান।
- ২০২৬ সালে আসিয়ানের সভাপতি দেশ- ফিলিপাইন।
- 'টমাহক'- দূরপাল্লার ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র।
- 'টাইপ-১০০' নামক চতুর্থ প্রজন্মের মেইন ব্যাটল ট্যাংক তৈরি করেছে- চীন।
- গাজায় নতুন বেসামরিক প্রধান- স্টিভ ফ্যাগিন।
- 'দ্য চিলড্রেনস বুকার প্রাইজ' প্রদান করা হবে- ২০২৭ সাল থেকে।
- সৌদি আরবের নতুন গ্রান্ড মুফতি নিযুক্ত হয়েছেন- শেখ সালেহ আল-ফাওযান।
- '২০২৫ পিএন৭'- কোয়াসি-মুন।
- ইউএসএমসিএ (USMCA)- যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি।
- তালেবানের সাথে রাশিয়ার প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকের নাম- 'মস্কো ফরম্যাট'।
- গ্লোবাল ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক অ্যান্ড রেসিলিয়েন্স ইনডেক্স-এ শীর্ষ অবস্থানে আছে - সুইজারল্যান্ড।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

- 'অপারেশন ভাইপার'- যুক্তরাষ্ট্রের মাদকবিরোধী অভিযান।
- যুক্তরাষ্ট্র-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বিরল খনিজ সংক্রান্ত চুক্তি সই হয়েছে- ৮.৫ বিলিয়ন ডলারের।
- জাতিসংঘের তথ্যমতে, জলবায়ু বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছে- প্রায় ৯০ কোটি দরিদ্র মানুষ।
- 'নো কিংস'- ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভ।
- আয়ারল্যান্ডে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন- ক্যাথেরিন কনোলি।
- উন্মুক্ত সমুদ্র চুক্তি (High Seas Treaty) গৃহীত হয়- ১৯ জুন, ২০২৩; কার্যকর হবে– ১৭ জানুয়ারি ২০২৬।
- PCA'র ১২৬তম সদস্যপদ লাভ করে- মলদোভা।
- আন্তর্জাতিক সমুদ্রতল কর্তৃপক্ষের (ISA) বর্তমান সদস্য দেশ- ১৭১টি [সর্বশেষ কিরগিজস্তান]।
- সিরিয়ার অন্তর্বর্তীকালীন প্রেসিডেন্ট আল-শারা দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো সফর করেন- রাশিয়া।
- 'জেন-জি ২১২' সংগঠন যে দেশের বিপ্লবের সাথে সংশ্লিষ্ট- মরক্কো।
- ইলন মাস্কের এক্সএআই'র তৈরি উইকিপিডিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী ডিজিটাল বিশ্বকোষের নাম- Grokipedia.
- OpenAI কর্তৃক তৈরিকৃত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-চালিত ওয়েব ব্রাউজারের নাম- চ্যাটজিপিটি অ্যাটলাস।
- উন্নতমানের 'ইমাদ' ও 'কাদর' নামের দুটি ক্ষেপণাস্ত্র উন্মোচন করে- ইরান।
- বিশ্বের প্রথম 'হাফ ট্রিলিয়নিয়ার' হলেন- ইলন মাস্ক।
- 'চার্চ অব ইংল্যান্ড'-এর প্রথম নারী আর্চবিশপ হিসেবে মনোনীত হন- সারা মুলালি।
- বিশ্বের প্রথম 'নেট-জিরো এনার্জি মসজিদ' নির্মিত হচ্ছে- সংযুক্ত আরব আমিরাতে।
- 'কিং সালমান গেট' নির্মিত হচ্ছে- মক্কা, সৌদি আরব।
- স্টিলের চেয়ে ১০ গুণ শক্ত কাঠ 'সুপারউড উদ্ভাবন করেছেন- মার্কিন বিজ্ঞানী অধ্যাপক লিয়াংবিং হু।
- জাপানের একমাত্র সমাজতন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন- তোমিইচি মুরাইয়ামা।
- 'গুড নেইবার পলিসি' (সুপ্রতিবেশীসুলভ নীতি) চালু করেন- ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়-ফ্রাঙ্কফুর্ট, জার্মানি।
- সমুদ্রের তলদেশে বিশ্বের প্রথম ডেটা সেন্টার উদ্বোধন করে- চীন।
- বিশ্বের প্রথম 'ক্লাইমেট সুকুক' চালু করেছে- মালয়েশিয়া।
- জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সংস্থা গঠন করছে - ইরান।
- 'পোসেইডন' (Poseidon)- রাশিয়া নতুন সুপার অটোনোমাস টর্পেডো বা ক্ষেপণাস্ত্র।
- 'জিজে ২৫১ সি'- সুপার আর্থ।
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় ই–কমার্স প্ল্যাটফর্ম- অ্যামাজন।
- দক্ষিণ কোরিয়াকে পরমাণবিক সাবমেরিন বানানোর অনুমতি প্রদান করেছে - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- ডিকশনারি ডটকম ২০২৫ সালের সেরা শব্দ হিসেবে ঘোষণা করেছে- '৬-৭'।
- বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ফোনের নাম- 'জেনকো টাইনি টি১'।
- 'ডিপলার্নিং ডট এআই' প্রতিষ্ঠা করেছেন- অ্যান্ড্রু এনজি।
- সম্প্রতি আইসল্যান্ডে যে প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গেছে- মশা।
- 'আমা দাবলাম' (Ama Dablam) পর্বতশৃঙ্গ অবস্থিত- নেপাল।
- তাফতান আগ্নেয়গিরি অবস্থিত- ইরানে।
- 'দ্য গ্র্যান্ড ইজিপশিয়ান মিউজিয়াম' অবস্থিত- মিশর।
- আর্কটিক বরফ অঞ্চলে চীনের প্রথম মানবচালিত অনুসন্ধান চালানো জাহাজের নাম- শেনহাই ১ ও জিয়াওলং।
- ২০২৫ সালের ১৭তম এশিয়া কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়- ভারত।
- ২০২৬ সালের ফুটবল বিশ্বকাপের অফিশিয়াল বলের নাম- 'ট্রাইওন্ডা'।
- ২০২৬ সালের ২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবলের মাসকট- ৩টি (Maple, Zayu, Clutch)।
- ২০২৭ সালে দশম নারী ফুটবল বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে- ব্রাজিল।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দিবস ও প্রতিপাদ্য:

তারিখ	দিবসের নাম	প্রতিপাদ্য
০১ অক্টোবর	বিশ্ব প্রবীণ দিবস।	'একদিন তুমি পৃথিবী গড়েছো, আজ আমি স্বপ্ন গড়বো, সযত্নে তোমায় রাখবো আগলে।'
০২ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক অহিংস দিবস স্লোগান। বিশ্ব অক্সিজেন দিবস প্রতিপাদ্য	'সহিংসতাকে না বলুন।' 'সবার জন্য অক্সিজেন।'
০৪ অক্টোবর	বিশ্ব প্রাণী দিবস।	'প্রাণী বাঁচান, গ্রহ বাঁচান।'
০৫ অক্টোবর	বিশ্ব শিক্ষক দিবস।	'শিক্ষকতা পেশা: মিলিত প্রচেষ্টার দীপ্তি।'
০৬ অক্টোবর	বিশ্ব বসতি দিবস। [অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার]	'পরিকল্পিত উন্নয়নের ধারা, নগর সমস্যায় সাড়া।'
০৯ অক্টোবর	বিশ্ব ডাক দিবস। জাতীয় তামাকমুক্ত দিবস।	'Innovation, Integration and Inclusion'
১০ অক্টোবর	বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস।	'মানবিক জরুরি পরিস্থিতিতে মানসিক স্বাস্থ্য।'
১১ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক কন্যা শিশু দিবস।	'আমি সেই মেয়ে, আমিই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিই: সংকটের সামনের সারিতে মেয়েরা।'
১৩ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস।	'সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ।'
১৪ অক্টোবর	বিশ্ব মান দিবস।	'সমন্বিত উদ্যোগে টেকসই উন্নত বিশ্ব বিনির্মাণে-মান।'
১৬ অক্টোবর	বিশ্ব খাদ্য দিবস।	'হাত রেখে হাতে, উত্তম খাদ্য ও উন্নত আগামীর পথে।'
১৭ অক্টোবর	আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য বিমোচন দিবস।	-
২০ অক্টোবর	বিশ্ব পরিসংখ্যান দিবস।	'Driving Change with Quality Statistics and Data for Everyone.'
২২ অক্টোবর	জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস।	'মানসম্মত হেলমেট ও নিরাপদ গতি, কমবে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি।'
২৪ অক্টোবর	বিশ্ব পোলিও দিবস জাতিসংঘ দিবস। বিশ্ব তথ্য উন্নয়ন দিবস।	'পোলিও নির্মূল করুন : প্রতিটি শিশু, প্রতিটি টিকা, সর্বত্র।'
৩১ অক্টোবর	বিশ্ব নগর দিবস।	-

Join Now ▶ | GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সেকশন – ৩: রিপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য

❖ বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচক- ২০২৫

- শিরোনাম: Global Hunger Index 2025।
- প্রকাশ: ১ অক্টোবর ২০২৫।
- প্রকাশক: আয়ারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা Concem Worldwide ও জার্মানভিত্তিক Welt Hunger Filf।
- অন্তর্ভুক্ত দেশ: ১২৩টি।

সূচক অনুযায়ী-

ক্ষুধার মাত্রায় সর্বনিম্ন ৫ দেশ	ক্ষুধার মাত্রায় শীর্ষ ৫ দেশ	সার্কভুক্ত দেশের অবস্থান
১. আর্মেনিয়া	১২৩. সোমালিয়া	৬১. শ্রীলংকা
২. বেলারুশ	১২২. দক্ষিণ সুদান	৭২. নেপাল
৩. বসনিয়া	১২১. গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র	৮৫. বাংলাদেশ
৪. বুলগেরিয়া	১২০. মাদাগাস্কার	১০২. ভারত
৫. চিলি	১১৯. হাইতি	১০৬. পাকিস্তান

❖ হেনলি পাসপোর্ট সূচক

- শিরোনাম: The Henley Passport Index 2025 Global Ranking.
- প্রকাশ: অক্টোবর, ২০২৫।
- প্রকাশক: Henley & Partners.
- অন্তর্ভুক্ত দেশ ও অঞ্চল: ১৯৯টি।

সূচক অনুযায়ী-

শীর্ষ ৩ দেশ	সর্বনিম্ন ৩ দেশ
১. সিঙ্গাপুর	১০৬. আফগানিস্তান
২. দক্ষিণ কোরিয়া	১০৫. সিরিয়া
৩. জাপান	১০৪. ইরাক

- বাংলাদেশের অবস্থান ১০০তম।
- বাংলাদেশের সঙ্গে একই অবস্থানে রয়েছে উত্তর কোরিয়া।
- বাংলাদেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করে ৩৮টি দেশে ভিসামুক্ত ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে।
- ২০২৪ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩৯টি।

❖ প্রবাসীবান্ধব শীর্ষ ৫ দেশ- ২০২৫

- প্রকাশ: অক্টোবর ২০২৫।
- প্রকাশক: The world through expat eyes.
- সূচকের শিরোনাম: Expat Insider 2025.

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

সূচক অনুযায়ী-

প্রবাসীবান্ধব শীর্ষ ৫ দেশ					
ক্রম	জীবনযাত্রার মান	স্থায়ী হবার সহজলভ্যতা	বৈদেশিক কর্মসংস্থান	সুখ মান	সামগ্রিক অবস্থা
১	স্পেন	মেক্সিকো	পানামা	পানামা	পানামা
২	সংযুক্ত আরব আমিরাত	পানামা	আয়ারল্যান্ড	থাইল্যান্ড	কলম্বিয়া
৩	পানামা	কলম্বিয়া	সৌদি আরব	মেক্সিকো	মেক্সিকো
৪	অস্ট্রিয়া	ইন্দোনেশিয়া	নেদারল্যান্ডস	স্পেন	থাইল্যান্ড
৫	লুক্সেমবার্গ	ফিলিপাইন	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কলম্বিয়া	ভিয়েতনাম

❖ GDP'র ত্রৈমাসিক হিসাব

➢ ৯ অক্টোবর, ২০২৫ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) ২০২৪ অর্থবছরের ৪র্থ কোয়াটারের (এপ্রিল-জুন ২০২৫) ত্রৈমাসিক স্কুল দেশজ উৎপাদন (QGDP) এর হিসাব প্রকাশ করে।

GDP ও প্রবৃদ্ধির হার				
নির্দেশক	Q1	Q2	Q3	Q4
চলতি মূল্যে GDP (মিলিয়ন টাকা)	১,২৩,৮৭,৮৮২	১,৪০,৪২,৯৭৫	১,৪১,৯৭,১৮০	১,৪৪,০০,৫০৩
স্থির মূল্যে GDP (মি. টাকা)	৮০,৪৪,৪৬৮	৮৮,৬৭,৭৫৭	৮৯,২১,৬৯৭	৮৮,৬১,৪৫৯
স্থির মূল্যে প্রবৃদ্ধির হার	১.৯৬	৪.৪৮	৪.৮৬	৩.৩৫

স্থির মূল্যে প্রবৃদ্ধির হার				
নির্দেশক	Q1	Q2	Q3	Q4
কৃষি	০.৭৬	১.২৫	২.৪২	৩.০১
শিল্প	২.৪৪	৭.১০	৬.৯১	৪.১০
সেবা	২.৪১	৩.৭৮	৫.৮৮	২.৯৬

স্থির মূল্যে প্রবৃদ্ধির অবদানের হার				
নির্দেশক	Q1	Q2	Q3	Q4
কৃষি	১১.০৪	১২.৭৪	৯.৫০	১৩.২১
শিল্প	৩৪.১৬	৩৫.০২	৩৭.২৫	৩২.৪১
সেবা	৫৪.৭৯	৫২.২৪	৫৩.২৫	৫৪.৩৮

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ Productive and agriculture Survey

- প্রকাশ: ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫।
- প্রকাশক: বাংলাদেশপরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS)।
- শিরোনাম: Productive and Sustainable agriculture Survey 2025.

প্রতিবেদন অনুযায়ী-

ভূমির ব্যবহারে শীর্ষ ৫ উৎপাদিত শস্য	%
আমন	৩২.৬০
বোরো	২৯.৮৪
আউশ	৫.৯৯
ভুট্টা	৪.৬৬
পাট	২.৮৮

সেকশন – ৪: পদক-পুরস্কার ও সম্মেলন সংক্রান্ত তথ্য

❖ নোবেল পুরস্কার- ২০২৫

বিভাগ	বিজয়ী	দেশ	অবদান / কারণ
চিকিৎসাবিজ্ঞান (৩ জন)	মেরি ই. ব্রুনকো, ফ্রেড রামসডে, শিমন সাকাগুচি।	যুক্তরাষ্ট্র (২ জন), জাপান (১ জন)।	মানবদেহের রোগপ্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যপ্রণালী বিষয়ে যুগান্তকারী গবেষণা।
পদার্থবিজ্ঞান (৩ জন)	জন ক্লার্ক, মিশেল দেভরেট, জন এম. মার্টিনিস।	যুক্তরাষ্ট্র	ম্যাক্রোস্কোপিক কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল টানেলিং এবং ইলেকট্রিক সার্কিটে এনার্জি কোয়ান্টাইজেশন নিয়ে গবেষণা।
রসায়ন (৩ জন)	সুসুমু কিতাগাওয়া, রিচার্ড রবসন, ওমর এম. ইয়াঘি।	জাপান, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র।	মেটাল-অর্গানিক ফ্রেমওয়ার্ক (MOFs) নামে নতুন আণবিক কাঠামো আবিষ্কার।
সাহিত্য (১ জন)	লাসলো ক্রাসনাহোরকাই।	হাঙ্গেরি	গভীর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মানবিক শক্তি বিষয়ক সাহিত্যকর্ম।
শান্তি (১ জন)	মারিয়া কোরিনা মাচাদো।	ভেনেজুয়েলা	গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের পক্ষে অবিচল সংগ্রাম।
অর্থনীতি (৩ জন)	জোয়েল মোকির, ফিলিপ আগিয়োঁ, পিটার হাউইট।	যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, কানাডা।	উদ্ভাবননির্ভর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যার তত্ত্ব উপস্থাপন।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

বিশেষ তথ্য:

- মোট বিজয়ী- ১৪ জন: পুরুষ ১২ ও নারী ২ জন।
- সর্বকনিষ্ঠ বিজয়ী মারিয়া কোরিনা মাচাদো (শান্তি) (৫৮ বছর)।
- বয়োজ্যেষ্ঠ বিজয়ী রিচার্ড রবসন (রসায়ন) (৮৮ বছর)।

সাধারণ তথ্য:

- প্রথম পুরস্কার: ১৯০১ সালে।
- পুরস্কারের বিভাগ: ৬টি।
- ঘোষণা: প্রতি বছরের অক্টোবর মাসে।
- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান: ১০ ডিসেম্বর (আলফেড নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকীতে)।
- মোট নোবেল পুরস্কার বিজয়ী: ১,০২৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান (২০২৫ সাল পর্যন্ত)।

❖ এশিয়া কাপ ক্রিকেট- ২০২৫

বিষয়	তথ্য
আয়োজক সংস্থা	এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (ACC)
আসরের সংখ্যা	১৭তম
সময়কাল	৯ – ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্বাগতিক দেশ	সংযুক্ত আরব আমিরাত
ভেন্যু	দুবাই ও আবুধাবি
ক্রিকেট ফরম্যাট	টি–২০
অংশগ্রহণকারী দল	৮টি
মোট ম্যাচ	১৯টি
চ্যাম্পিয়ন	ভারত
রানার্স-আপ	পাকিস্তান
টুর্নামেন্ট সেরা	অভিষেক শর্মা (ভারত)
সর্বোচ্চ রান	অভিষেক শর্মা (ভারত) – ৩১৪ রান
সর্বোচ্চ উইকেট	কুলদীপ যাদব (ভারত) – ১৭টি উইকেট

❖ এশিয়া কাপ ক্রিকেট – রোল অব অনার (সর্বশেষ ৫টি আসর)

বছর	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স-আপ	স্বাগতিক দেশ	ফরম্যাট
২০১৬	ভারত	বাংলাদেশ	বাংলাদেশ	টি–২০
২০১৮	ভারত	বাংলাদেশ	সংযুক্ত আরব আমিরাত	ওয়ানডে
২০২২	শ্রীলংকা	পাকিস্তান	সংযুক্ত আরব আমিরাত	টি–২০
২০২৩	ভারত	শ্রীলংকা	পাকিস্তান ও শ্রীলংকা	ওয়ানডে
২০২৫	ভারত	পাকিস্তান	সংযুক্ত আরব আমিরাত	টি–২০

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড প্রিন্ট ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডস

- ৮ অক্টোবর ২০২৫ জার্মানির মিউনিখে 'ওয়ার্ল্ড প্রিন্টার্স সামিটে' 'সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড প্রিন্ট ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫'-এ সারা বিশ্বে মাত্র তিনটি বিভাগে পুরস্কার দেওয়া হয়।
- বাংলাদেশের একমাত্র সংবাদমাধ্যম হিসেবে প্রথমবারের মতো সর্বোচ্চ দুটি বিভাগে পুরস্কার লাভ করে 'প্রথম আলো'।
- বছরব্যাপী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রে বিজ্ঞাপনের নানামুখী সৃজনশীল কৌশল ও উদ্যোগের জন্য 'প্রিন্ট অ্যাডভার্টাইজিং ক্রিয়েটিভিটি' বিভাগ এবং জুলাই গণ-অভ্যুত্থানেসাহসী সাংবাদিকতায় তরুণ পাঠকদের আকৃষ্ট করার জন্য 'নেক্সট জেনরিডার এনগেজমেন্ট' বিভাগে প্রথম আলো সেরা পুরস্কার পায়।

❖ কনফুসিয়াস সাক্ষরতা পুরস্কার

- চীনা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৫ সালে ইউনেস্কোর মর্যাদাপূর্ণ কনফুসিয়াস সাক্ষরতা পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়।
- এটি ইউনেস্কোর ইতিহাসে প্রথম পুরস্কার, যা একজন চীনা ব্যক্তিত্বের নামে নামকরণ করা হয়।
- এই পুরস্কারটি শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে সাক্ষরতা বৃদ্ধি এবং নারী ও শিশুদের শিক্ষার উন্নয়নে অসাধারণ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে প্রদান করা হয়।
- ২০২৫ সালের কনফুসিয়াস সাক্ষরতা পুরস্কার লাভ করে বাংলাদেশের স্থপতি মোহাম্মদ রেজোয়ানের 'সিধুলাই স্বনির্ভর সংস্থা'র উদ্ভাবিত সৌরচালিত ভাসমান স্কুল।
- ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ চীনের শানডং প্রদেশের কুফু শহরে ২০তম পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

❖ আসিয়ান সম্মেলন (ASEAN) শীর্ষ সম্মেলন

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)	
তম	৪৭তম
সময়কাল	২৬–২৮ অক্টোবর ২০২৫
স্থান	কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া।
নতুন সদস্য	১১তম সদস্য হিসেবে পূর্ব তিমুর যোগদান করেছে।

❖ UNESCO সামিট

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)	
তম	৪৩তম
সময়কাল	৩০ অক্টোবর–১৩ নভেম্বর ২০২৫
স্থান	সমরখন্দ, উজবেকিস্তান।

❖ APEC সামিট

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)	
সময়কাল	২৮–৩১ অক্টোবর, ২০২৫
স্থান	গাইনস্যানবাক-ডো, দক্ষিণ কোরিয়া।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

❖ WBG–IMF বার্ষিক সভা

WBG (World Bank Group), IMF (International Monetary Fund)	
সময়কাল	১৩–১৮ অক্টোবর, ২০২৫
স্থান	ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র।

❖ বিশ্ব খাদ্য ফোরামের বার্ষিক বৈঠক (WFF)

World Food Forum (WFF)	
সময়কাল	১০–১৭ অক্টোবর, ২০২৫
স্থান	রোম, ইতালি।

❖ IPU সভা

Inter-Parliamentary Union (IPU)	
তম	১৫১তম
সময়কাল	১৯ অক্টোবর–২৩ অক্টোবর ২০২৫
স্থান	জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

সেকশন ৫ – টিকা, সম্পাদকীয় ও তথ্য বিশ্লেষণ

১. জুলাই জাতীয় সনদ, ২০২৫ বাস্তবায়নে গণভোট ও সংবিধান সংস্কার

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশন সম্প্রতি 'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' শিরোনামে একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করেছে। এই প্রস্তাবের লক্ষ্য হলো জনগণের সার্বভৌম মতামতের ভিত্তিতে দেশের সংবিধানে কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আনা এবং গণতন্ত্রের নতুন ভিত্তি স্থাপন করা।

গণভোট আয়োজনের মূল প্রস্তাব

কমিশন সরকারের কাছে প্রস্তাব করেছে, অবিলম্বে একটি সরকারি আদেশ জারি করে গণভোট আয়োজন করা হোক। গণভোটের ব্যালটে প্রস্তাবিত প্রশ্নটি হবে—

'আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং এর তফসিল-১-এ সন্নিবেশিত সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?'

এই গণভোটের মাধ্যমে জনগণ সরাসরি তাদের সম্মতি বা অসম্মতি প্রকাশ করবে ৪৮টি সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাবের বিষয়ে।

গণভোটের সময় ও প্রক্রিয়া

ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানিয়েছেন, আদেশ জারির পর থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে যেকোনো সময় কিংবা নির্বাচনের দিনই গণভোট আয়োজন করা যেতে পারে।

গণভোট আইন প্রণয়নের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাররা গোপনে মতামত দেবেন।

সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠন ও দায়িত্ব

গণভোটে 'হ্যাঁ' ভোট অধিক হলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদই একই সঙ্গে সংবিধান সংস্কার পরিষদ ও জাতীয় সংসদ হিসেবে কাজ করবে।

এই পরিষদ ২৭০ দিনের জন্য কার্যকর থাকবে এবং ওই সময়ের মধ্যেই জুলাই সনদ অনুসারে সংবিধান সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করবে।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

যদি পরিষদ ২৭০ দিনের মধ্যে কাজ শেষ করতে না পারে, তাহলে গণভোটে পাশ হওয়া বিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে যুক্ত হবে।

এমপিদের দ্বৈত শপথ

নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা প্রথমে সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন এবং পরে সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে আলাদা শপথ করবেন।

এই পরিষদের সভাপতিত্ব করবেন স্পিকার; তাঁর অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার দায়িত্ব পালন করবেন।

সংবিধান সংস্কারের অনুমোদন প্রক্রিয়া

সংবিধান সংস্কার পরিষদে কোনো প্রস্তাব পাসের জন্য সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট প্রয়োজন হবে। পরিষদের প্রথম অধিবেশনে সভাপ্রধান ও উপ-সভাপ্রধান নির্বাচিত হবে।

সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে জনগণের পূর্বানুমোদন থাকায়, পরে আর আলাদা ভোট বা অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না।

সংসদের উচ্চকক্ষ গঠনের প্রস্তাব

ঐকমত্য কমিশন সংসদে একটি ১০০ সদস্যের উচ্চকক্ষ গঠনের সুপারিশ করেছে। এই উচ্চকক্ষ গঠন হবে নিম্নকক্ষ নির্বাচনের সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (PR system) পদ্ধতিতে এবং সংসদ গঠনের ৪৫ দিনের মধ্যেই তা কার্যকর হবে। তবে প্রথমবারের উচ্চকক্ষের ক্ষেত্রে প্রার্থী তালিকা নির্বাচনের আগে প্রকাশ করা হবে না।

দলগুলোর ভিন্নমত ও কমিশনের দৃষ্টিভঙ্গি

কমিশন জানায়, সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে বিএনপি, জামায়াতসহ বিভিন্ন দলের কিছু নোট অব ডিসেন্ট (ভিন্নমত) রয়েছে। তবে কমিশন প্রস্তাব করেছে যে, এগুলো জনগণের রায়ের মাধ্যমে সমাধান করা হোক। গণভোটে জনগণের সম্মতিই হবে চূড়ান্ত ভিত্তি।

কমিশন দুটি বিকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া সরকারকে প্রস্তাব করেছে—

১- আদেশ জারি ও গণভোট আয়োজনের মাধ্যমে সরাসরি সংবিধান সংস্কার।

২- আদেশ জারি করে গণভোটে পাশ হওয়া বিল সংবিধান সংস্কার পরিষদকে সহযোগিতার জন্য উপস্থাপন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়, পরিষদ ২৭০ দিনের মধ্যে সংস্কার সম্পন্ন করতে না পারলে গণভোটে অনুমোদিত বিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানের অংশ হয়ে যাবে।

'জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫' বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হয়ে উঠতে পারে। এটি শুধু একটি সংবিধান সংস্কারের পরিকল্পনা নয়, বরং জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে গণতন্ত্রের ভিত্তিকে নতুনভাবে দৃঢ় করার এক প্রচেষ্টা। এখন সবার দৃষ্টি সরকারের দিকে—তারা কবে এই আদেশ জারি করবে এবং জনগণের মতামতের মাধ্যমে নতুন সংবিধান সংস্কারের যাত্রা শুরু হবে।

২. সুদানের গৃহযুদ্ধ: মানবিক বিপর্যয়ের এক ভয়াবহ চিত্র

আফ্রিকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৃহৎ দেশ সুদান বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে ভয়াবহ মানবিক সংকটের মুখোমুখি। ২০২৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে দেশটিতে সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনী "র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেস (আরএসএফ)"-এর মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত শুরু হয়, যা অল্প সময়ের মধ্যেই গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে চলমান এই যুদ্ধে প্রায় দেড় লাখেরও বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছে এবং এক কোটি ২০ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছে।

গৃহযুদ্ধের পটভূমি

সুদানের বর্তমান সংকটের শিকড় ২০১৯ সালের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে নিহিত। ১৯৮৯ সালে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ওমর আল-বশির ক্ষমতায় আসেন এবং দীর্ঘ ৩০ বছর শাসন করেন। ২০১৯ সালে জনগণের বিক্ষোভের মুখে সেনাবাহিনী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। পরবর্তীতে সেনা ও বেসামরিক প্রশাসনের যৌথ সরকার গঠিত হলেও ২০২১ সালের অক্টোবরে পুনরায় সেনা অভ্যুত্থান ঘটে।

এই অভ্যুত্থানের মূল দুই নায়ক ছিলেন -

জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-বুরহান — সুদানের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট।

জেনারেল মোহামেদ হামদান দাগালো (হেমেডটি) — আধা-সামরিক বাহিনী আরএসএফের কমান্ডার।

প্রথমে তারা একসঙ্গে কাজ করলেও পরবর্তীতে ক্ষমতা ভাগাভাগি, বেসামরিক শাসনে প্রত্যাবর্তন এবং আরএসএফ

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

বাহিনীর অন্তর্ভুক্তি নিয়ে তাদের মধ্যে ভয়াবহ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়।

যুদ্ধের সূচনা

২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে আরএসএফের সেনাদের দেশব্যাপী মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত সেনাবাহিনী হুমকি হিসেবে দেখে। এর ফলেই ১৫ই এপ্রিল সশস্ত্র সংঘাতের সূত্রপাত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আরএসএফ রাজধানী খার্তুমের বড় অংশ দখল করে নেয়। প্রায় দুই বছর পর ২০২৫ সালের মে মাসে সেনাবাহিনী শহরের দখল ফিরে পায়।

বর্তমানে সেনাবাহিনী উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে, আর আরএসএফ পশ্চিম দারফুর ও দক্ষিণাঞ্চলের বড় অংশের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

আরএসএফ বাহিনীর গঠন ও চরিত্র

আরএসএফ (Rapid Support Forces) গঠিত হয় ২০১৩ সালে। এর মূল গঠন জানজাওয়িদ মিলিশিয়া থেকে, যারা দারফুর বিদ্রোহ দমনে নিষ্ঠুর ভূমিকা রেখেছিল।

ওমর আল-বশির এই বাহিনীকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেন। হেমেডটির নেতৃত্বে এটি দ্রুত শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয়। আরএসএফ ইয়েমেন ও লিবিয়ার যুদ্ধেও অংশ নেয় এবং সুদানের সোনার খনিগুলোতেও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।

এই বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘন, ধর্ষণ, গণহত্যা ও বেসামরিক হত্যা–র মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে।

দারফুরে গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন

দারফুর অঞ্চল বর্তমানে গৃহযুদ্ধের সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ দেখছে।

জাতিসংঘ ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্ট অনুযায়ী, আরএসএফ ও তাদের মিত্র মিলিশিয়ারা আরব নয় এমন জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণহত্যা চালাচ্ছে। শিশু ও নারীদের ওপর ব্যাপক যৌন সহিংসতার অভিযোগ রয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ও মানবিক বিপর্যয়

জাতিসংঘের মতে, সুদানে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক সংকট চলছে। দেড় লক্ষাধিক মানুষ নিহত, এক কোটি ২০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত, খাদ্য ও ওষুধের সংকটে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।

এছাড়া, সেনা ও আরএসএফ উভয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উঠেছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় শান্তির আহ্বান জানালেও কার্যকর কোনো সমাধান এখনো দেখা যায়নি।

ভূরাজনৈতিক গুরুত্ব

সুদানের অবস্থান উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায়, যার আয়তন প্রায় ১৯ লাখ বর্গকিলোমিটার। এর সীমান্ত সাতটি দেশের সঙ্গে যুক্ত এবং লোহিত সাগরের তীরে এর অবস্থান।নীল নদ সুদানের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত — ফলে দেশটি কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মিশরসহ বিভিন্ন দেশ সুদানের সেনাবাহিনীকে সমর্থন দিচ্ছে, অন্যদিকে আরএসএফ পাচ্ছে বাহ্যিক আরব শক্তির প্রভাব।

অর্থনৈতিক সংকট

গৃহযুদ্ধের আগে থেকেই সুদান দরিদ্র দেশগুলোর একটি ছিল। ২০২৪ সালের তথ্যমতে, রাষ্ট্রীয় আয় ৮০ শতাংশের বেশি হ্রাস পেয়েছে। নাগরিকদের গড় বার্ষিক আয় মাত্র ৭৫০ ডলারেরও কম। যুদ্ধের কারণে স্বর্ণ খনি, কৃষি ও বাণিজ্য সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত।

দ্বিতীয়বার দেশভাগের আশঙ্কা

আরএসএফ বর্তমানে সুদানের পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা দখল করে সেখানে পৃথক সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি করছে। এতে দ্বিতীয়বার সুদান বিভক্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১১ সালে দক্ষিণ সুদান আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে গঠিত হয়েছিল।

সুদানের চলমান সংঘাত কেবল রাজনৈতিক নয়, এটি এক গভীর মানবিক বিপর্যয়। ক্ষমতা ও প্রভাব ধরে রাখার লড়াইয়ে দুই সামরিক নেতা পুরো জাতিকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছেন।

জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি দ্রুত হস্তক্ষেপ না করে, তবে আফ্রিকার হৃদয়ে এই গৃহযুদ্ধ আরও ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে — যা শুধু সুদান নয়, সমগ্র অঞ্চলের স্থিতিশীলতাকেও বিপন্ন করবে।

৩. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক পরীক্ষা চালুর ঘোষণা: বৈশ্বিক নিরাপত্তায় নতুন সংকট

বিশ্বের নিরাপত্তা কাঠামো এক নতুন অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি ঘোষণা

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

দিয়েছেন যে, যুক্তরাষ্ট্র "সমতার ভিত্তিতে" পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা পুনরায় চালু করবে।

এই সিদ্ধান্ত কেবল মার্কিন নীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিতই দেয়নি, বরং পারমাণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা ঘটিয়েছে।

ঐতিহাসিক পটভূমি: মার্কিন পারমাণবিক পরীক্ষার ইতিহাস

১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা চালায় — কোডনাম ছিল "ট্রিনিটি টেস্ট"। সেই একই বছর আগস্ট মাসে যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দুটি পারমাণবিক বোমা ফেলে, যা ইতিহাসে মানবসভ্যতার সবচেয়ে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। পরবর্তীতে শীতল যুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন হাজার হাজার পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি ও পরীক্ষা করে।

১৯৬৩ সালে Partial Test Ban Treaty এবং ১৯৯৬ সালে Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)-এর মাধ্যমে এই পরীক্ষা বন্ধে বৈশ্বিক প্রচেষ্টা শুরু হয়।

তবে যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষর করলেও এখনো এটি অনুমোদন (ratify) করেনি, ফলে আইনগতভাবে যুক্তরাষ্ট্র চাইলে পরীক্ষা চালাতে বাধা নেই—যদিও তা আন্তর্জাতিকভাবে তীব্র নিন্দার মুখে পড়বে।

ঘোষণার পটভূমি

১৯৯২ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র আর কোনো পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা চালায়নি। শেষ পরীক্ষা হয়েছিল নেভাডায় ভূগর্ভে। তারপর থেকে যুক্তরাষ্ট্র তার পারমাণবিক অস্ত্রের কার্যকারিতা যাচাই করে কম্পিউটার সিমুলেশন ও অ-বিস্ফোরণ পদ্ধতিতে।

তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এখন দাবি করছেন—

"যেহেতু অন্যান্য দেশও তাদের নিজস্ব কর্মসূচি চালাচ্ছে, তাই আমরাও সমতার ভিত্তিতে পরীক্ষা চালাব।"

এটি নির্দেশ করছে যে যুক্তরাষ্ট্র চীন, রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়ার সামরিক কর্মকাণ্ডকে প্রতিরোধ করতে চাচ্ছে, বিশেষ করে রাশিয়ার নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার পর।

বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের অবস্থা

স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট (SIPRI)-এর তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়ার কাছে আছে প্রায় ৫,৪৫৯টি পারমাণবিক অস্ত্র, যুক্তরাষ্ট্রের আছে ৫,১৭৭টি, চীনের আছে ৬০০টি, এরপরই ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্তান, ইসরায়েল ও উত্তর কোরিয়া।

১৯৯০-এর দশকের পর থেকে উত্তর কোরিয়া ছাড়া অন্য কোনো দেশ বাস্তব পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষা চালায়নি।

আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

চীন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোষণায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে—"আমরা আশা করি, যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তির প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবে।"

অন্যদিকে, রাশিয়া সম্প্রতি নতুন ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার মাধ্যমে দাবি করেছে— তাদের অস্ত্র মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভেদ করতে সক্ষম।

এতে তিনটি পরাশক্তি — যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীন — একই সঙ্গে পারমাণবিক প্রস্তুতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যা আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতাকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করছে।

বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সামরিক উত্তেজনা দ্রুত বাড়ছে — ইউক্রেন যুদ্ধ: রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন একাধিকবার পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

মধ্যপ্রাচ্য: ইরান ও ইসরায়েল পরস্পরের বিরুদ্ধে হামলা চালাচ্ছে, আর ইরানের বিরুদ্ধে পারমাণবিক কর্মসূচির অভিযোগ রয়েছে।

দক্ষিণ এশিয়া: ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে অস্থিরতা অব্যাহত।

কোরীয় উপদ্বীপ: উত্তর কোরিয়ার বারবার ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ পরিস্থিতি আরও জটিল করছে।

এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক পরীক্ষা পুনরায় চালু করা বৈশ্বিক নিরাপত্তা ভারসাম্যকে ভয়াবহভাবে নাড়িয়ে দিতে পারে।

বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ আশঙ্কা

বিশেষজ্ঞদের মতে- যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য ঐতিহাসিক ভুল হতে পারে। পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। চীন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা শুরু হতে পারে। পারমাণবিক

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

বিস্ফোরণ চালাতে গেলে ভূগর্ভস্থ বিকিরণ ও পরিবেশ দূষণ-এর ঝুঁকিও রয়েছে।

ট্রাম্পের ঘোষণাটি শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নয়, পুরো বিশ্বের জন্য এক সতর্ক সংকেত। এটি শীতল যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ের পারমাণবিক স্থিতাবস্থাকে ভেঙে দিতে পারে।

বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সংলাপ, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ চুক্তির পুনর্নবীকরণ, এবং পারমাণবিক নিষিদ্ধকরণ চুক্তির প্রতি নতুন অঙ্গীকার। না হলে বিশ্ব আবারও এমন এক সময়ের দিকে ধাবিত হতে পারে, যেখানে একটি ভুল সিদ্ধান্তই মানবসভ্যতার অস্তিত্বকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে।

৪. জাতিসংঘের ৮০ বছর: বিশ্বশান্তির পথে সাফল্য, ব্যর্থতা ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞের পর মানবজাতি এক নতুন শান্তিপূর্ণ বিশ্বব্যবস্থার আশায় ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সংস্থা— জাতিসংঘ (United Nations)।

৫১টি রাষ্ট্র নিয়ে যাত্রা শুরু করা এই সংস্থার বর্তমান সদস্য সংখ্যা ১৯৩। বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে ১৯৭৪ সালে যোগ দেয়।

জাতিসংঘের লক্ষ্য— বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার রক্ষা, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

তবে, প্রতিষ্ঠার আট দশক পরও জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে আজও রয়েছে বিতর্ক— কেউ একে মানবতার আশার আলো বলেন, আবার কেউ একে বড় শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর হাতিয়ার বলে সমালোচনা করেন।

জাতিসংঘের সাফল্য

জাতিসংঘ কেবল যুদ্ধ প্রতিরোধেই নয়, বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও মানবিক উন্নয়নে অসাধারণ ভূমিকা রেখে এসেছে।

বিশেষ করে এর বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা ও কর্মসূচি বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে।

এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

ইউনিসেফ (UNICEF): শিশু অধিকার ও কল্যাণে বিশ্বব্যাপী কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO): মহামারি, টিকা কর্মসূচি ও স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (WFP): দুর্ভিক্ষ ও ক্ষুধা মোকাবিলায় সহায়তা প্রদান; ২০২০ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার অর্জন।

ইউনেস্কো (UNESCO): শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি।

UNDP: দারিদ্র্য বিমোচন ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছে।

জাতিসংঘের প্রচেষ্টায় বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার, নারী অধিকার, শিশুর সুরক্ষা, শরণার্থী সহায়তা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) বাস্তবায়নে অগ্রগতি ঘটেছে।

বিশ্বের নানা প্রান্তে দুর্ভিক্ষ রোধ, শিক্ষা বিস্তার, রোগ প্রতিরোধ, পরিবেশ সংরক্ষণসহ মানবিক সাহায্য প্রদানে জাতিসংঘ অনন্য অবদান রেখেছে।

জাতিসংঘের ব্যর্থতা

যদিও সাফল্যের ইতিহাস উজ্জ্বল, তবু জাতিসংঘের ব্যর্থতার তালিকাও ছোট নয়।

এর প্রধান কারণ হলো— সংগঠনের কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও বড় শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর প্রভাব।

বিশেষত নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচ দেশ— যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্সের ভেটো ক্ষমতা জাতিসংঘের কার্যকারিতা ব্যাহত করছে।

এই পাঁচ দেশের মধ্যে ঐকমত্য না হলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত কার্যকর হয় না।

উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতাগুলো হলো:

ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন ঠেকাতে ব্যর্থতা।

ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের হামলার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতা।

রোহিঙ্গা সংকটে দৃশ্যমান ভূমিকার অভাব।

রুয়ান্ডা ও বসনিয়ার গণহত্যা রোধে নিষ্ক্রিয়তা।

কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা।

জাতিসংঘ অনেক সময় নিন্দা ও বিবৃতি প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে, কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

বিশেষত মার্কিন ও পশ্চিমা দেশগুলোর আধিপত্য জাতিসংঘকে নিরপেক্ষ রাখেনি।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় জাতিসংঘের ১৯৪৫ সালের কাঠামো অচল হয়ে পড়েছে।

আজকের বিশ্বে নতুন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ঘটেছে- যেমন ভারত, ব্রাজিল, তুরস্ক ও দক্ষিণ আফ্রিকা। কিন্তু এই দেশগুলোর কোনো স্থায়ী আসন নেই নিরাপত্তা পরিষদে।

ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্বের ঘাটতি ও ক্ষমতার বৈষম্য স্পষ্ট।

সাবেক মহাসচিব কফি আনান প্রশাসনিক সংস্কারের জন্য ১০ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন— যার মধ্যে ছিল ব্যয় হ্রাস, উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদার ও স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া।

আরেক মহাসচিব বুট্রোস বুট্রোস ঘালি জাতিসংঘের কাঠামোগত সংস্কারের ঐতিহাসিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

কিন্তু সেগুলোর পূর্ণ বাস্তবায়ন হয়নি আজও।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (ICJ)-এরও কার্যকর ক্ষমতার অভাব দেখা দিয়েছে।

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন ইস্যুতে আদালত রায় দিলেও তা বাস্তবায়নের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

এর ফলে আইনের শাসনের বদলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা নির্ধারক হয়ে উঠেছে।

দ্বৈত মানদণ্ড ও আস্থার সংকট

জাতিসংঘ পশ্চিমা বিশ্বের ইস্যুতে সরব হলেও বৈশ্বিক দক্ষিণে (Global South) অন্যরকম আচরণ করে।

ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে কঠোর তদন্ত হলেও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয় না আইএইএ।

এই দ্বৈত মানদণ্ড জাতিসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করছে।

ফলে অনেক দেশ আজ জাতিসংঘকে অকার্যকর ও পক্ষপাতদুষ্ট সংস্থা হিসেবে দেখছে।

সম্ভাবনা ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা

সব সমালোচনা সত্ত্বেও, জাতিসংঘ এখনও বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী বহুপাক্ষিক সংস্থা।

এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সংলাপ, সহযোগিতা ও মানবিক সহায়তার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তবে, এখন প্রয়োজন—

নিরাপত্তা পরিষদের পুনর্গঠন ও স্থায়ী সদস্যপদ বৃদ্ধি।

ভেটো ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা বা সংস্কার।

আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের রায় কার্যকর করার ব্যবস্থা।

অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর ভূমিকা শক্তিশালী করা।

জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বশান্তি, মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা।

যদিও নানা সীমাবদ্ধতা ও বড় রাষ্ট্রের আধিপত্য এর আদর্শকে ক্ষুণ্ন করেছে, তবুও জাতিসংঘ মানবতার আশা জাগানো এক প্রতিষ্ঠান।

বিশ্ব এখন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে— জলবায়ু পরিবর্তন, যুদ্ধ, সন্ত্রাসবাদ, ক্ষুধা ও বৈষম্য।

এই বাস্তবতায় জাতিসংঘকে আরও কার্যকর, ন্যায্য ও জবাবদিহিমূলক করতে কাঠামোগত সংস্কারই হতে পারে এর পুনর্জাগরণের পথ।

তবেই জাতিসংঘ আবারও হতে পারবে- বিশ্বশান্তি, উন্নয়ন ও মানবকল্যাণের প্রতীক।

৫. বাংলাদেশে গ্যাস সংকট: জ্বালানি নিরাপত্তায় নতুন চ্যালেঞ্জ

বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরেই গ্যাসের ঘাটতি চলছে। দেশীয় উৎপাদন কমে যাওয়া ও এলএনজি আমদানির সীমাবদ্ধতা এই সংকটকে আরও গভীর করেছে। সরকার গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বাড়াতে বড় পরিসরে কূপ খননের উদ্যোগ নিলেও, প্রকল্পের অগ্রগতি আশানুরূপ নয়।

৫০টি কূপ খননের পরিকল্পনা ও বাস্তব অগ্রগতি

২০২২ সালে গৃহীত প্রকল্প অনুযায়ী, ৫০টি গ্যাসকূপ খননের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল—যার মধ্যে অনুসন্ধান, উন্নয়ন ও সংস্কার কূপ অন্তর্ভুক্ত। লক্ষ্য ছিল ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে সব কাজ শেষ করা। কিন্তু এখন পর্যন্ত শেষ হয়েছে মাত্র ২০টি কূপের কাজ, অর্থাৎ অগ্রগতি হয়েছে ৪০ শতাংশেরও কম।

পেট্রোবাংলার হিসাব অনুযায়ী, ২০টি কূপ থেকে প্রতিদিন ২১ কোটি ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে যুক্ত হয়েছে মাত্র ৯ কোটি ঘনফুট। এখনও ৬টি কূপে কাজ চলছে, এবং ডিসেম্বর নাগাদ আরও ৪টি কূপ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে।

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

পেট্রোবাংলা ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর ভূমিকা

গ্যাস উত্তোলনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা পেট্রোবাংলা-এর অধীনে তিনটি কোম্পানি রয়েছে—

১. বাপেক্স (BAPEX) – অনুসন্ধান ও খননের সক্ষমতা আছে,

২. বাংলাদেশ গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (BGFCL),

৩. সিলেট গ্যাস ফিল্ডস কোম্পানি লিমিটেড (SGFL)।

এর মধ্যে শুধুমাত্র বাপেক্স সরাসরি কূপ খনন করতে পারে। অন্য দুটি সংস্থা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করে কাজ করায়। বর্তমানে বাপেক্সের ৫টি রিগ এবং বিদেশি কোম্পানির ২টি রিগ সক্রিয় রয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে আরও ৩টি রিগ যুক্ত হলে একসঙ্গে ১০টি রিগ কাজ করবে।

প্রকল্প বাস্তবায়নের ধীরগতি: কারণ ও জটিলতা

গ্যাস সংকট নিরসনে প্রকল্পটি তাড়াহুড়া করে নেওয়া হয়েছিল, বিশেষ করে ২০২২ সালে বিশ্ববাজারে এলএনজির দাম বেড়ে যাওয়ার পর। কিন্তু বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন কারণে— ডিপিপি (Development Project Proposal) অনুমোদনে দেরি, দরপত্র প্রক্রিয়ার জটিলতা, জমি অধিগ্রহণ ও যন্ত্রপাতি আমদানিতে বিলম্ব, এবং দেশীয় খনন সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা।

বাংলাদেশের বার্ষিক গড় অভিজ্ঞতা হলো—প্রতি বছর ২-৩টি কূপ খনন। কিন্তু ৫০টি কূপের কাজ চার বছরের মধ্যে শেষ করতে গেলে বছরে ১২টিরও বেশি কূপ খনন প্রয়োজন, যা বিদ্যমান সক্ষমতায় প্রায় অসম্ভব।

বিদেশি কোম্পানি ও দরপত্র প্রক্রিয়া

বিগত সরকার চীন, রাশিয়া ও উজবেকিস্তানের তিনটি কোম্পানিকে দরপত্র ছাড়াই কূপ খননের কাজ দিয়েছিল।

কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার এসে 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি আইন' বাতিল করে দেয়, ফলে নতুন দরপত্র আহ্বান বাধ্যতামূলক হয়।

যদিও এতে সময় বেশি লেগেছে, তবে খরচ কমেছে উল্লেখযোগ্যভাবে, বলে জানিয়েছেন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান মো. রেজানুর রহমান।

সমুদ্র এলাকায় অনুসন্ধানের স্থবিরতা

স্থলভাগের কূপ খনন যেমন ধীরগতিতে চলছে, সমুদ্র এলাকায় গ্যাস অনুসন্ধান কার্যক্রম পুরোপুরি স্থবির।

জ্বালানি বিভাগ উৎপাদন অংশীদারি চুক্তির (PSC) খসড়া তৈরি করলেও, নতুন দরপত্র আহ্বান রাজনৈতিক সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে চায় তারা।

এর ফলে ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান প্রকল্পগুলোর সময়সূচি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

গ্যাস সংকটের বর্তমান অবস্থা

দৈনিক চাহিদা: ৩৮০ কোটি ঘনফুট।

সরবরাহ: ২৭০-২৮০ কোটি ঘনফুট।

আমদানির সীমা: সর্বোচ্চ ১১০ কোটি ঘনফুট। (এলএনজি অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতার কারণে)।

দেশীয় উৎপাদন ক্রমাগত কমছে এবং বিদ্যমান অবকাঠামো বাড়ানো না গেলে আমদানিও বাড়ানো সম্ভব নয়।

বিশেষজ্ঞদের মতামত

প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ ড. বদরুল ইমাম মনে করেন, "নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ৫০টি কূপের কাজ শেষ করা সম্ভব ছিল। সরকার পরিবর্তনের পর প্রক্রিয়া বদলে গেছে। এখন কূপ খননে আরও জোর দিতে হবে, বিশেষ করে অনুসন্ধান কূপে বিনিয়োগ বাড়ানো জরুরি।"

তিনি আরও বলেন, দেশীয় অনুসন্ধানে বিনিয়োগ বাড়ানো ছাড়া গ্যাস সংকট কাটানোর বিকল্প নেই।

বাংলাদেশের গ্যাসখাত এখন এক সংকট ও সম্ভাবনার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। দেশীয় উৎপাদন হ্রাস, আমদানির ব্যয় বৃদ্ধি এবং প্রশাসনিক ধীরগতি—এই তিনটি কারণে জ্বালানি নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়েছে। যদি সরকার সময়মতো কূপ খননের গতি না বাড়ায় ও সমুদ্র অনুসন্ধানে অগ্রসর না হয়, তবে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও গৃহস্থালি খাতে গ্যাস সংকট আরও ভয়াবহ রূপ নিতে পারে।

সমাপ্ত

Join Now ▶ GET IT ON Google Play | Download on the App Store | Get it from Microsoft | Download on the Mac App Store | livemcq.com | 01701377322

Live MCQ কী এবং কেন?

Live MCQ বাংলাদেশের **প্রথম প্রতিযোগিতামূলক অনলাইন পরীক্ষাকেন্দ্র**। বাংলাদেশের সকল প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (যেমন, বিসিএস ও বিভিন্ন চাকরির পরীক্ষা) প্রস্তুতির সময় পরীক্ষার্থীরা বেশ কয়েকটি সমস্যায় পড়েন, সেসব সমস্যার সমাধান করাই **Live MCQ** এর প্রধান লক্ষ্য। একটু বিস্তারিত বলা যাক -

বাংলাদেশের কয়েকটি চাকরির পরীক্ষা (যেমন, NTRCA, BJS) ছাড়া বাকি প্রায় সব চাকরির প্রিলি পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক। আপনি পড়াশুনা করলেন, মডেল টেস্টের বইতে পরীক্ষা দিয়ে ভাল নাম্বার পেলেন আর ভাবলেন যে কাট মার্কতো এমনই থাকে তাই প্রস্তুতি ঠিক আছে। আসলেই কি তাই?

পরিসংখ্যান বলে, চাকরিভেদে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় পাশ করতে হলে আপনাকে প্রথম ৫-১০% এর মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু চূড়ান্ত পরীক্ষার আগে আপনি কোনভাবেই নিজের অবস্থান জানতে পারছেন না। কারণ, আপনি কখনোই প্রিলি পরীক্ষার আগে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীদের সাথে পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ পাচ্ছেন না। যেমন, বিসিএসের প্রিলির জন্য আপনি একা একা মডেল টেস্ট দিয়ে যে প্রশ্নে ১১০ পেলেন এবং আগের বছরের কাট মার্কগুলো দেখে নিশ্চিত ভেবে বসলেন যে প্রস্তুতি ঠিক আছে। আদতে দেখা যাবে, সেই একই প্রশ্নে পরীক্ষা হলে, ৪ লাখ পরীক্ষা দিলে, ২৫ হাজার পাবেন ১২০ এর উপরে। পুরোটাই নির্ভর করছে প্রশ্ন কঠিন না সহজ হলো তার উপর। অর্থাৎ, এই প্রশ্নে পরীক্ষা হলে আপনার পাশ করার কোন সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

প্রস্তুতির প্রকৃত অবস্থান জানতে আপনি যাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ঠিক তাদের সাথেই পরীক্ষা দিতে হবে, একা নয়।

Live MCQ আপনাকে সেই সুযোগটি করে দিয়েছে। **Live MCQ** ব্যবহার করে, আপনি -

- ঘরে বসেই বিসিএস এবং অন্যান্য চাকরির জন্য প্রস্তুতি নিতে পারবেন।
- চূড়ান্ত পরীক্ষার মত একটি নির্দিষ্ট সময়ে হাজারো পরীক্ষার্থীর সাথে Live পরীক্ষায়/মডেল টেস্টে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পাবেন।
- একই 'মডেল টেস্টে' সকল প্রতিযোগীর সাপেক্ষে আপনার প্রস্তুতি এবং অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- কোন প্রকার আলাদা পরিশ্রম ও সময় ব্যয় না করে প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা রেফারেন্সসহ পাবেন।
- আপনি যে কোন সময় আর্কাইভ থেকে পুরাতন প্রশ্নপত্র দেখতে ও পড়তে পারবেন এবং এই প্রশ্নে পরীক্ষা দিতে পারবেন।

Live MCQ এর অন্যতম বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ✓ প্রকৃত প্রতিযোগীদের সাথে একই সময়ে LIVE মডেল টেস্ট।
- ✓ পুরোপুরি বিজ্ঞাপনমুক্ত (Ad Free)।
- ✓ চূড়ান্ত পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত মডেল টেস্ট।
- ✓ বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতির জন্য রয়েছে টপিকগুরু।
- ✓ প্রতি সপ্তাহে ২০০ মার্কের ফ্রি মডেল টেস্ট।
- ✓ স্মার্ট সার্চের মাধ্যমে যে কোন প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা সহজেই খুঁজে পাওয়ার সুযোগ।
- ✓ কনফিউজিং ও বিতর্কিত সমস্যা নিয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা **(তথ্যকল্পদ্রুম)**।
- ✓ নিজের মত করে টপিক, প্রশ্নসংখ্যা ও সময় নির্ধারন করে কুইজ পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ।
- ✓ বিষয়ভিত্তিক ভিডিয়ো ক্লাস ও ক্লাস টপিকের উপর পরীক্ষা।
- ✓ প্রতি পরীক্ষার শেষে ভুল ও ছেড়ে দেয়া প্রশ্নগুলো একসাথে দেখতে পাবেন Wrong and Unasnwered বাটনে।
- ✓ পরিবর্তিত তথ্যের জন্য রয়েছে **ডায়নামিক ইনফো প্যানেল**।
- ✓ নিয়মিত রিয়েল জবের উপর লাইভ পরীক্ষা ও জব সল্যুশনের সমৃদ্ধ আর্কাইভ।
- ✓ এপসের মধ্যেই পাবেন স্টাডি গ্রুপে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ।

প্রতিযোগিতার পরীক্ষায় প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই প্রস্তুতি নিন। আপনি এই দুইটির যেকোনো একটির মাধ্যমে আমাদের প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারবেন:

Andriod App	ios App	Website
[Play Store Link]	[App Store Link]	livemcq.com

Join Now ▶ | Google Play | App Store | Microsoft | Mac App Store | livemcq.com | 01701377322